খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ২২ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ হযরত উসমান (রা.)এর স্মৃতিচারণ শুরু করব হযরত উসমান (রা.)-এর বিষয়ে প্রথম যে বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক তা হল, তিনি বদরের যুদ্ধে আংশগ্রহণ করেন নি। এতদসত্বেও তিনি সেই আটজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ বা মালেগণিমত থেকে অংশ প্রদান করে পক্ষান্তরে তাঁদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তাঁর নাম হযরত উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসায় বিন কিলাব। এভাবে তাঁর বংশধারা ৫ম পুরুষ আবদে মানাফে গিয়ে মহানবী (সা.)এর বংশধারায় মিলে যায়। হযরত উসমানের (রা.) তাঁর নানী হলেন উম্মে হাকীম বায়জা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব- যিনি ছিলেন মহানবী (সা.)এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্'র সহোদরা। হযরত উসমানের (রা.) মাতা আরওয়া বিনতে কুরায়েয হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন আর নিজ পুত্র হযরত উসমান (রা.)এর খিলাফতকালে আমৃত্যু মদীনাতেই জীবনযাপন করেন। হযরত উসমান (রা.)এর পিতা জাহিলিয়্যাতের যুগেই মারা যান। মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)এর কাছে নিজ কন্যা হযরত রুকাইয়্যাকে বিয়ে দেন, যিনি উহুদের যুদ্ধের সময় মৃত্যুবরণ করেন। তখন মহানবী (সা.) নিজ অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)এর কাছে বিয়ে দেন। এ কারণেই তাঁকে জুন্নুরাইন বলে সম্বোধন করা হয়।

হযরত উসমান (রা.) এর জন্ম হয়েছে 'আমুল ফীল' অর্থাৎ মক্কার উপকণ্ঠে আবরাহা বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ছয় বছর পর। তিনি বয়সে মহানবী (সা.)এর চেয়ে প্রায় পাঁচ বছর ছোট ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে ইয়াযিদ বিন রোমান বর্ণনা করেন, একবার হযরত উসমান বিন আফফান এবং হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, দু'জনেই হযরত যুবায়ের বিনুল আওয়ামের পিছু নেন এবং মহানবী (সা.)এর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) তাদের উভয়ের কাছে ইসলামের বাণী উপস্থাপন করলেন এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনালেন। তাদেরকে ইসলামের মানুষের দায়িত্ব এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে এমন সম্মান ও মর্যাদার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন। তখন তারা উভয়ে তথা হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) ঈমান আনেন এবং তাঁর সত্যায়ন করেন। হযরত উসমান (রা.) মহানবী

(সা.)এর দারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তার ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়। মুসা বিন মোহাম্মদ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফফান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার চাচা হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া তাকে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং বলে তুমি পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে কি নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ? খোদার কসম এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়বনা। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন খোদার কসম, আমি এটি কখনও ছাড়বনা আর এটি থেকে কখনও পৃথকও হব না। হাকাম তার ইসলামের ওপর দৃঢ়তা দেখে বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

মহানবী (সা.)এর কন্যা হযরত রুকাইয়ার সঙ্গে হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) এর মক্কাতেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাকে সাথে নিয়ে হাবশার দিকে হিজরত করেন। হযরত রুকাইয়া এবং হযরত উসমান (রা.) উভয়ই সৌন্দর্যে ছিলেন অনন্য। যেমন কথিত আছে যে, 'আহ্সানা যাওজাইনে রাআহুমা ইনসানুন রুকাইয়্যাতু ও যাওজুহা উসমানা' অর্থাৎ কোন মানুষের দেখা সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি হলো হযরত রুকাইয়া এবং তার স্বামী হযরত উসমান (রা.)।

আব্দুর রহমান বিন উসমান কুরাশী থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা তাঁর মেয়ের বাড়ীতে গেলেন। তিনি তখন হযরত উসমান (রা.)এর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, এই দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'হে আমার কন্যা! তুমি আবু আব্দুল্লাহ্র সাথে উত্তম আচরণ করবে, নিশ্চয় সে চারিত্রিক দিক থেকে আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে আমার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য রাখে। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) দেখলেন যে, তাঁর সাহাবীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন আর আল্লাহ্তা'লার সাথে তার সম্পর্ক ও পদমর্যাদার কারণে এবং নিজ চাচা আবু তালেবের সুবাদে তিনি (সা.) নিরাপদ ছিলেন;তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা হাবশা চলে যাও, সেখানে এমন একজন বাদশাহ্ পাবে যার রাজত্বে কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করা হয় না, আর সেই রাজত্ব হচ্ছে সত্যের আবাসস্থল। (তোমরা সেখানে অবস্থান কর) যতদিন না আল্লাহ্তা'লা তোমাদেরকে বর্তমান পরীক্ষা থেকে মুক্তি দেন।'

হযরত সা'দ বর্ননা করেছেন, হযরত ওসমান বিন আফ্ফান যখন আবিসিনিয়ার দিকে হিজরতের সংকল্প বাধেন তখন মহানবী (স.) তাকে বলেন, রুকাইয়াকেও সাথে নিয়ে যাও। আমার ধারনা তোমাদের একজন আরেকজনের মনোবল যোগাবে। অর্থাৎ দু'জন একসাথে থাকলে একে অন্যের মনোবল বৃদ্ধি করবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, হে আবু বকর! হযরত লূত ও হযরত ইবরাহীমের পর এ দু'জন হিজরতকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরতকারী।

আবিসিনিয়া থেকে তার ফেরত আসার ঘটনাও বর্নিত হয়েছে। যখন কতিপয় সাহাবী কুরায়েশদের ইসলাম গ্রহণের ভুল সংবাদ শুনে নিজ দেশে ফেরৎ আসে তখন হযরত ওসমান (রা.)ও (ফিরে আসেন।) এখানে ফিরে এসে জানা গেল এ সংবাদ মিথ্যা। এ প্রেক্ষিতে কতিপয় সাহাবী পুণঃরায় আবিসিনিয়া ফিরে যান। হযরত ওসমান (রা.) মক্কাতেই অবস্থান করেন। এক সময় মদীনার দিকে হিজরত করার সূযোগ সষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ সব সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করতে বলেন। তখন হযরত ওসমান (রা.) নিজ পরিবারবর্গে র সাথে মদীনা গমন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তাবাকাতে কুবরা-তে লেখা আছে, ইবনে লাবিবা বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে যখন অবরুদ্ধ করা হয় অর্থাৎ শেষের

দিনগুলোতে যখন শত্রুরা তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে এবং সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তার ওপর আরোপ ক রে, তখন তিনি (রা.) একটি উঁচু কুঠুরীর জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মাঝে কি তালহা আছে? তারা বলে, হ্যাঁ, আছে। অতঃপর তিনি হযরত তালহা (রা.)কে বলেন, খোদার দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, রসূলে করীম (সা.) যখন মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন তখন তিনি (সা.) কি নিজের সাথে আমার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন নি? অর্থাৎ, মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়েছিলেন। উত্তরে হযরত তালহা (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটি সঠিক।

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)এর সাথে বিয়ের ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত রুকাইয়্যা (রা.)এর মৃতুবরণের পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)এর সাথে নিজ কন্যা সাহেবযাদী হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)এর বিয়ে দেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)থেকে বর্ণিত, মসজিদের দরজার সম্মুখে মহানবী (সা.)এর সাথে হযরত উসমান (রা.)এর সাক্ষাত হয় এবং তিনি (সা.) বলেন, উসমান! ইনি জিবরাঈল। তিনি আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, রুকাইয়্যার সাথে তোমার উত্তম আচরণের কারণে আল্লাহ্‌তা'লা উম্মে কুলসুমের বিয়ে রুকাইয়্যার সমপরিমাণ দেনমোহরানায় করিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, দ্বিতীয় কন্যার বিয়েও যেন হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন উম্মে কুলসু মকে হযরত উসমান (রা.)এর সাথে বিয়ে দিলেন তখন তিনি হযরত উম্মে আয়মান (রা.)কে বলেন, আমার কন্যা উম্মে কুলসুমকে প্রস্তুত করে উসমানের ঘরে রেখে আসো এবং তার সামনে ঢোল বাজাও। তিনি এমনটিই করেছেন। মহানবী (সা.) ৩ দিন পর উম্মে কুলসুমের ঘরে যান এবং বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! নিজের স্বামী সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য কী? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি সর্বোত্তম স্বামী। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরে ৯ম হিজরী পর্যন্ত ছিলেন। এরপর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান আর তার কবরের পাশে বসেন। মহানবী (সা.) কে তিনি হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) এর কবরের পাশে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে থাকতে দেখেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)এর মৃত্যুতে বলেন, আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকলে আমি তাকেও উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কোন এক জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন, হযরত উসমান (রা.) সেখানে বসে আছেন আর তিনি মহানবী (সা.) এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) এর মৃত্যুশোকে কাঁদছিলেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উসমান! তুমি কাঁদছো কেন? তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি কাঁদছি কেননা আপনার সাথে আমার জামাতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। (আপনার) দুই কন্যাই মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি (সা.) বলেন, কেঁদো না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আমার ১০০জন মেয়েও থাকত আর তাদের প্রত্যেকেই এক এক করে মৃত্যুবরণ করত তাহলে আমি একজনের পর অপরজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতাম, এমনকি ১০০ জনের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকত না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ ভাবষ্যতে হবে ইনশাআল্লাহ্‌। যেভাবে আমি প্রত্যেক জুমআতেই আহ্বান জানাচ্ছি, অর্থাৎ দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, পাকিস্তানের মানুষদের জন্য বিশেষ করে আহমদীদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। বিরুদ্ধবাদীরা তো নিজেদের ধ্যানধারণানুসারে গন্ডি সংকীর্ণ করছে কিন্তু তারা জানে না যে, সবার ওপর এক মহান সত্ত্বাও রয়েছেন অর্থাৎ খোদাও রয়েছেন যাঁর নিয়তি চলমান আছে, তাঁর বেষ্টনীও তাদের জন্য সংকীর্ণ হচ্ছে আর তা যখন সংকীর্ণ

হয়ে আসে তখন তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তা'লা এসব লোককে বিবেকবুদ্ধি দান করুন আর তারা যেন এখনো বিবেকবুদ্ধ খাটায়, ন্যায়বিচার করে এবং বিনা কারণে নিপীড়ন, নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘণ করা থেকে বিরত থাকে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার মানুষদের জন্যও দোয়া করুন যাতে তাদের ঈমান নিরাপদ থাকে। একইভাবে আরো কোন কোন স্থানেও আহমদীদের চরম বিরোধীতা হচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক আহমদীকে সার্বিকভাবে সুরক্ষিত রাখুন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মোকার্‌রম মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবের, সাবেক নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মার্কাযিয়া, কাদিয়ানের সাবেক নাযের ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ মার্কাযিয়া মওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবের। রাবওয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ মোকাররম হাবীব আহমদ সাহেবের, ইউ. কে-র মোকাররম বদরুজ্জামান সাহেবের, রাবওয়ার মোকাররম মনসূর আহমদ তাসীর সাহেবের, তানজানিয়ার ডাক্তার ঈদী ইব্রাহীম মুয়াঙ্গা সাহেবের, কাদিয়ানের চৌধুরী শ্রদ্ধেয় চৌধুরী কেরামত উল্লাহ্‌ সাহেবের, বাংলাদেশের নাসিরা বেগম সাহেবার এবং রফিউদ্দিন বাট সাহেবের স্মৃতিচারণ করে মরহুমগণের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা করেন ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা সকল মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ প্রিয়দের সান্নিধ্যে স্থান দিন। এবং মরহুমীনগণের গায়েব যানাযা নামাযে জুম্মার পরে পড়ানোর ঘোষণা করে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
22 January 2021

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

সত্যের সন্ধানে

গত ২৮ জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারী ২০২১ চারদিন ব্যাপি পুনঃরায় 'সত্যের সন্ধানে' এম.টি.এ তে শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন ভারতীয় সময়ানুযায়ী সন্ধ্যে সাড়ে ৭ টায় শুরু হচ্ছে। শুধুমাত্র ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার হুজুরের লাইভ খুৎবা শেষে রাত্রি আট-টায় শুরু হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে *amjbirbhum@gmail.com*-এ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মোয়াল্লিম/মোবাল্লিগ সাহেবদের নিকট নিবেদন রইল।

সেখ মহাম্মদ আলী
জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম